সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

নেলসন ম্যান্ডেলা

(১৮ জুলাই ১৯১৮ – ৫ ডিসেম্বর ২০১৩)

চিরজীবী বিশ্ববাসীর হৃদয়ে

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা ও বর্ণবিদ্বেষমুক্ত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যান্ডেলার প্রয়াণে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (এ আই পি এস ও) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে। গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ নিজস্ব বাসভবনেই অসুস্থ ম্যান্ডেলার শেষনি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

নেলসন ম্যান্ডেলা শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসেই একজন অবিস্মরণীয় নেতা ছিলেন না, বিশ্বজুড়ে শান্তি গণতন্ত্র মানবাধিকার সামাজিক ন্যায় সমতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামেও তিনি একজন কিংবদন্তী চরিত্র। তাঁর মহান স্মৃতি আগামী দিনগুলিতেও বিশ্ববাসীকে অনুপ্রেরণা যোগাবে ।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ স্বৈরশাহী সাতাশ বছর ম্যান্ডেলাকে কারান্তরালে রাখলেও তিনিই হয়ে উঠেছিলেন বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী গণসংগ্রামের প্রতীক। শ্বেতাঙ্গ–কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীই যে সে-দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের কান্ডারী হতে পারে এই বোধ তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন আমৃত্যু।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল গোটা বিশ্বের বিবেকী মানুষ, বিশেষত শান্তি ও সংহতি আন্দোলন । যে বছর তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী স্বৈরশাহী, সেই ১৯৬৪ সালেই বিশ্ব শান্তি পরিষদ ম্যান্ডেলাকে জুলিও কুরি পুরস্কারে ভূষিত করেছিল। বিশ্ব শান্তি পরিষদ এবং সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের অবসান এবং ম্যান্ডেলার মুক্তির দাবিতে সবসময় সোচ্চার থেকেছে ।

কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে লাগাতার সংহতিমূলক কর্মসূচী পালিত হয়েছে। কলকাতা পুরসভা ১৯৮৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর কারাবন্দী ম্যান্ডেলাকে নাগরিক সম্বর্ধণা জানিয়েছিল। একই দিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উৎসর্গ করেছিল সাম্মানিক ডি-লিট। ১৯৮৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য ক্রীড়া দিবসে রাজ্যব্যাপী দৌড় ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল ম্যান্ডেলার মুক্তির দাবিতে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কলকাতার গুরু নানক সরণী-পার্ক স্ট্রিট সংযোগ স্থলে ম্যান্ডেলার নামে প্রতিষ্ঠিত হয় পার্ক। তৎকালীন রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় ১৯৯০ সালের শেষদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে 'নেলসন ম্যান্ডেলা বক্তৃতা' ।

১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার পর, ১৯৯০ সালের ১৮ অক্টোবর নেলসন ম্যান্ডেলা কলকাতায় এসেছিলেন। সেদিন ইডেন গার্ডেন্সে ম্যান্ডেলার ঐতিহাসিক গণসংবর্ধণা কলকাতা কখনও ভুলবে না ।

নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তির দাবিতে সংগঠিত বিশ্বজোড়া সংহতি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতৎপরতাকেও শক্তিশালী করেছিল। দীর্ঘদিন, এমনকি তাঁর মুক্তির অনেকদিন পরও, মার্কিন সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের 'সন্ত্রাসবাদী' তালিকায় ম্যান্ডেলার নাম ছিল । বোঝা যায়, কোন চোখে তাঁকে সাম্রাজ্যবাদীরা দেখতো ।

ম্যান্ডেলা যে মূল্যবোধগুলির প্রতিনিধিত্ব করতেন সেই মূল্যবোধগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্য আজকের দিনেও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সেই মূল্যবোধগুলির গুরুত্ব রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরতে ভবিষ্যতেও তৎপর থাকবে ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা গত ২০০৯ সালে ম্যান্ডেলার জন্মদিবস ১৮ জুলাই তারিখটিকে 'নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে ও বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর তা পালনের আহ্বান জানায় । আগামী দিনে রাজ্যের সর্বত্র যথাযথ মর্যাদায় 'নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস' উদযাপন করার জন্য এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

অঞ্জন বেরা	*অজয় অগ্নিহোত্রি*	*বিনায়ক ভট্টাচার্য*
সাধারণ সম্পাদক	**সাধারণ সম্পাদক**	**সাধারণ সম্পাদক**
(কোঅর্ডিনেটর**)**		

কলকাতা / ৬ ডিসেম্বর ২০১৩